যুগান্তর

1 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তাণ্ডব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) রোববার আবারও তাণ্ডব চালিয়েছে ছাত্রলীগ। চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের চাকরি নিশ্চিত ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের পদত্যাগের দাবিতে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারকে ২ ঘণ্টা যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডবলীলা চালায়। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি বাস ও প্রশাসন ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মিছিল সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে এসে টায়ার জ্বালিয়ে খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করে। এ সময় তারা ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবউল আলম হানিফ ও মৎস্য প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আবদুল হাইয়ের পোস্টারে আগুন লাগিয়ে দেয়। এদিকে সংবাদ সম্মেলন করেছে ইবি ছাত্রশিবির।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুর ১২টার দিকে ইবি শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আহাম্মদীর হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিনের নেতৃত্বে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে মেইন গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় তারা ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন, ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রশাসন ভবনের সামনে এসে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রশাসন ভবনে হামলা চালায়। এ সময় তারা গেটের বাইরে থাকা ১৫-২০টি চেয়ার

তাণ্ডব : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

তাণ্ডব : ছাত্রলীগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাঙচুর করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে তারা আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ২টি বাসে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং প্রশাসন ভবনের উত্তর গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। এতে প্রশাসনিক ভবনে অবস্থানরত ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ভিসি ড. মো. কামাল উদ্দিন, ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলী অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় প্রশাসন ভবনের সামনে থাকা পুলিশকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। ভাঙচুর শেষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক এক ঘণ্টা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের ইবি শাখা সভাপতি আহাম্মদীর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মীর জিল্লুর রহমান, হারুন অর রশিদ, হান্নান, শেখ শাহানুর আলম কেরায়তসহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় বক্তারা এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানান। এর আগে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও মৎস্য প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আবদুল হাইয়ের দুটি পোস্টারে আগুন লাগায় এবং ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এদিকে বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার।

শিবিরের আলটিমেটাম : এদিকে ইবি শাখা ছাত্রশিবির সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা সচল ও অবৈধ গণনিয়োগ বাতিলের দাবি জানায়। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল করার হুমকি দেয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন ইবি শিবিরের সভাপতি তারেক মনওয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ, অফিস সম্পাদক আতিকুল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ্য, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটে ১১২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।